তাং 30 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

যুগান্তর

জিএম শহিদুর রহমান

শিক্ষার্থীদের হলের দাবিটি অযৌক্তিক নয়

পরিতাপের বিষয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স এক যুগ হতে চলেছে অথচ একজন শিক্ষার্থীরও আবাসন ব্যবস্থা করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এক বুক আশা নিয়ে জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা আবারও হলের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে। গত তিন সপ্তাহ ধরে তারা আন্দোলন করছে। এখানে একটি বিষয় বলা দরকার, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে হল করার মতো পর্যাপ্ত জমি না থাকায় তারা নতুন হল নির্মাণ করতে পারছে না। ২ বছর আগে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের ঘোষণা এলে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বারবার ওই জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এনে সেখানে নতুন হল নির্মাণের তাগিদ দিয়ে আসছে। অবশেষে কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরিত হলে পরিত্যক্ত কারাগারের জমিতে হল নির্মাণের দাবিতে ক্রমাগত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে শিক্ষার্থীরা।

অনেকে মনে করেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এ ধারণা সঠিক নয়। ২০০৫ সালে যখন ভূতপূর্ব জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়, তখন শিক্ষার্থীদের আবাসনের বন্দোবস্ত করা যায়নি। এর অর্থ এই নয়, আইনগতভাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ভবিষ্যতে এর আবাসন ব্যবস্থা করা যাবে না। বরং নিকট ভবিষ্যতে এর আবাসিক ব্যবস্থা করা হবে এমন ইঙ্গিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে রয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫'র ২(৩৪) নং ধারায় বলা আছে— 'হল অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংঘবদ্ধ জীবন এবং সহশিক্ষাক্রমিক শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণাধীন ছাত্রাবাস।' উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ছাত্র বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রী উভয়কে নির্দেশ করা হয়েছে [২(১০) নং ধারা]। আবার, ২(১৭) নং ধারায় প্রভোস্টের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'প্রভোস্ট বলিতে কোনো হলের প্রধানকে বুঝাইবে।' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫-এর উল্লেখিত ধারাগুলো থেকে এটা পরিষ্কার, প্রতিষ্ঠার সময় এর আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলেও অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসিক হল নির্মাণ করার পরিকল্পনা ছিল বা আছে।

বস্তুত যদি খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে একে অনাবাসিক বলা হতো, তবুও শিক্ষার্থীদের হল আন্দোলন যৌক্তিকতা হারাত না। কারণ আইন তৈরি হয় মানুষের কল্যাণে, মানুষ আইনের কল্যাণে সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশের অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক ধরনের আইন, আর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অন্য আইন— তা হতে পারে না। সেরকম হলে বরং আইন পরিবর্তনেরই দাবি উঠত, যেমনটি হয়েছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ২৭(৪) নং ধারার ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৭(৪) নং ধারা নামক কালো আইন জাতীয় সংসদে বাতিল করা হয়েছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হল ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনাই করা যায় না, তা-ও আবার ঢাকা শহরের মতো জায়গায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হল ছাড়া শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করা কতটা কষ্টের, কতটা অসহনীয়, তা একজন বিবেকবান মানুষের কাছে সহজেই অনুমেয়। অতএব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হলের দাবি শতভাগ যৌক্তিক ও ন্যায্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারে— শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি কীভাবে পূরণ করা যেতে পারে কিংবা তাদের দাবি পূরণের জন্য আমাদের সামনে কী কী পথ খোলা আছে? প্রথমত, শিক্ষার্থীদের দাবি অনুসারে সাবেক কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করে সেখানে নতুন হল নির্মাণ করে আবাসন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, সেখানে জাতীয় চার নেতা ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি রক্ষার্থে জাদুঘর করা হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণে কোনো অসুবিধা নেই। সেখানে জাতীয় চার নেতার নামে চারটি হল করা হলে আমাদের মহান নেতাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য এর চেয়ে বড় উদ্যোগ আর কী হতে পারে? আর জাতির জনকের নামে একটি জাদুঘর ও গবেষণাগার করে সেটিকে দেখাশোনার গুরুদায়িত্ব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে দেয়া যেতে পারে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে বরেন্দ্র জাদুঘর। সুতরাং দাবিটি অযৌক্তিক নয়। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৩৮তম সভায় ওই জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করা হলে সেখানে কী কী করা হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সে মোতাবেক সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর ও মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দ্বিতীয়ত, ভূতপূর্ব জগন্নাথ কলেজের যে ১২টি হল বেদখল ছিল সেগুলোর প্রকৃত মালিক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। যার মধ্যে হাবিবুর রহমান হল, আবদুর রহমান হল, বাণীভবন হলের আংশিক ও নজরুল ইসলাম হল দখলমুক্ত হওয়ায় সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকলেও হলগুলোর জায়গা এত কম যে, সেখানে নতুন হল নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অবশিষ্ট হলগুলোর দলিল-দস্তাবেজ না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেগুলোকে দখলমুক্ত করতে পারছে না। আবার দখলদাররা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। সঙ্গত কারণে পরিত্যক্ত কারাগারের জমিই হল নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জায়গা।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা তো এ দেশেরই সন্তান। তাদের অধিকাংশ গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের তথা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। হল না থাকায় বাসাবাড়ি ভাড়া করে কিংবা মেসে থেকে পড়াশোনা করতে হয়। সেটা একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে জঙ্গিবিরোধী তৎপরতার কারণে বাড়িওয়ালারা ব্যাচেলরদের কাছে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে তো না-ই, উপরন্তু বাড়ি থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা! ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। সুতরাং তাদের জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব খোদ সরকারেরই। সঙ্গত কারণেই তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছে। তবে সরাসরি সরকারপ্রধানের দরজায় কড়া নাড়বার আরেকটি কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যর্থতা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত ১১ বছরে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করতে পারেনি। যদিও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের কাজ চলছে, তবে এই হলের নির্মাণ কাজের গতি শিক্ষার্থীদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনদরদি একজন মানুষ। কেবল তিনিই মেটাতে পারেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ হাজার শিক্ষীর প্রাণের আকুতি, তিনিই পারেন তাদের কষ্টের অবসান ঘটাতে। হাজারও শিক্ষার্থীর কান্না কি তার কাছে পৌঁছাবে না?

জিএম শহিদুর রহমান : *সাবেক শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*
s.rahman.jnu@gmail.com